بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

পাকিস্তানী মৌলবী হোক বা কোন ধর্মীয় নেতা অথবা কোন জাগতিক শক্তি খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই। এরা কখনও আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ৯ই ডিসেম্বর ২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

যাদের চোখ পর্দাবৃত্ত, যারা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে, আমরা মানব না, ঐশী সমর্থন এবং নিদর্শনও তাদের চোখে পরে না। নবীদের যারা অস্বীকার করেছে তাদের চিরাচরিত রীতি হল, তারা নিদর্শনাবলী দেখার পরও বলে, আমাদের নিদর্শন দেখাও। তারা সীমাতিক্রম করায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। তারা সত্যকে আর পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই শিক্ষণী নিদর্শনে পরিণত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীরাও এরূপ ছিল, দেখা সত্ত্বে ও হঠকারিতা বশতঃ তাদের চোখে কোন নিদর্শন পড়ত না।

উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন। তিনি বলেন, যতদিন এদের নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে নি মৌলভীরা কাঁদত এবং কেঁদে কেঁদে তারা হাদীস পাঠ করত আর এ নিদর্শন যখন পূর্ণতা লাভ করে যা কেবল একবার নয় দু'বার পূর্ণতা লাভ করেছে। এ দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে একবার পূর্ণতা লাভ করেছে আর একবার আমেরিকায়। এ পূর্ণতার পর যারা নিদর্শন দাবি করত তারাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারে নি, কেননা নিদর্শন তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠকারীতা এবং নাছোড় মনোবৃত্তি তাদের বাধ সাধে।

তিনি বলেন আমার এক বন্ধু বলেছেন, এ নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করার পর এক মৌলভী, যার নাম গোলাম মোর্তজা। চন্দ্র গ্রহ ণের সময় সে তার রানে হাত চাপরে দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, এখন পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেখ! সে কি বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্খী ছিল?

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্লেগের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কুরআনে খাল কাটার ভাবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। নতুন জনবসতী আবিষ্কার হওয়ার সংবাদ রয়েছে। পাহাড় বিদীর্ন করার সংবাদ রয়েছে। বই-পুস্ত ক এবং নতুন পত্রিকা, সাময়িকী আর নতুন বাহনের কথা তিনি বলেছেন। এক কথায় বহু নির্দশনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যার সংবাদ কুরআন শরীফেও রয়েছে আর রাসূলে করীম (সা.)ও দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সমর্থন দেখার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর এমন সব তুচ্ছ ও অযৌক্তিক আপত্তি করে যা অদ্ভূত ও হাস্যষ্কর।

তিনি বলেন, কিছু মানুষ এমন আছে যারা এসে বলে, তাঁর পাগড়ি বাঁকা, ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? এমন আপত্তি করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন কিন্তএমন কিছু মানুষ কাদিয়ান আসে যারা বলে, এ ব্যক্তি সঠিকভাবে ক্বাফ উচ্চারণ করতে পারে না ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হলেন। তিনি আয়াতের পর আয়াত দেখিয়েছেন কিন্তু এমন মানুষও এসেছে যারা বলেছে, তিনি স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার বানিয়েছে, তিনি বাদামের তেল ব্যবহার করেন, তাকে আমরা কিভাবে মানতে পারি? অনেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে বলত, কোন নিদর্শন দেখান। তিনি বলতেন, পূর্বের নিদর্শনাবলীকে কতটা কাজে লাগিয়েছ যে, এখন আরো নিদর্শন দাবি করছ? ইতিপূর্বে সহস্র সহস্র নিদর্শন থেকে যেখানে উপকৃত হও নি তখন অন্য কোন নিদর্শন দেখে কিভাবে লাভবান হবে? এমন মানুষ সব সময় বঞ্চনারই স্বীকার হয়। এমন এক অসাধারণ নিদর্শন যা প্রতিদিন পূর্ণতা লাভ করে তা উল্লেখ

করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ ইলহাম হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রাব্বী লা তাযানী ফার্দাও ওয়া আন্তা খাইরুর ওয়ারেসীন। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করো না আর আমাকে এক জামাতে পরিণত কর। তিনি নিজেই এই অনুবাদ করেছেন। অন্যত্র বলেন, ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব। অর্থাৎ তোমার জন্য চতুর্দিক থেকে অর্থকড়ি ও সাজ-সরঞ্জাম যা অতিথিদের জন্য আবশ্যক আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা সরবরাহ করবেন। আর সব দিক থেকে তা তোমার কাছে আসবে। তিনি আরো বলেন, ইয়াতুনা মিনকুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব। সকল পথ এবং দিক থেকে তোমার কাছে অতিথিরা আসবেন।

আমরা দেখছি যে, আজও পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। তাঁর জামাতের প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত উন্নতি করা, অর্থনৈতিক কুরবাণী করার ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতি করা, এটি তাঁর সত্যতার অসাধারণ একটি প্রমাণ এবং একটি নিদর্শন। কিন্তু ে কবল সেই দেখে যার দেখার মত শক্তি আছে। অন্ধরা তো দেখার যোগ্যতা রাখে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক ইলহামের প্রেক্ষাপটে যা আহমদীয়াতের বিজয় এবং জামাতের উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা বার বার অবহিত করেছেন, জামাতে আহমদীয়াকেও সেভাবেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেভাবে পূর্বের নবীদের জামাতকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

একবার তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, আমি নিজামুদ্দীরে ঘরে প্রবেশ করেছি। নিজামুদ্দীনের অর্থ হল, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। এ স্বপ্নের অর্থ হল, অবশেষে আহমদীয়া জামাত এক দিন ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় রূপ নিবে, রিলেজিয়াস সিস্টেমে রূপ নিবে আর পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমের উপর বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ্ । কিন্তু এ বিজয় কিভাবে অর্জিত হবে? এ সম্পর্কে স্বপ্নে তিনি নিজেই বলে, আমরা এতে কিছুটা হাসানের পদ্ধতিতে প্রবেশ করব এবং কিছুটা হোসাঈনের পদ্ধতিতে প্রবেশ করব। সবাই জানে যে, হযরত হাসান (রা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা তিনি সমঝোতার মাধ্যমে অর্জন করেছেন আর হযরত হোসাঈন (রা.) সাফল্য পেয়েছেন শাহাদাতের মাধ্যমে। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে জানানো হয়েছে, নিজামুদ্দীনের পর্যায়ে জামাত অবশ্যই পৌঁছবে কিন্তু তা কিছুটা প্রেম-প্রীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে আর কিছুটা শাহাদত এবং কুরবানীর পথ অতিক্রম করে। যদি আমাদের কেউ এটি মনে করে যে, মিমাংশা এবং সমঝোতার পথ না বেয়েই জামাত উন্নতি করবে তারা ভুল করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, ত্যাগ স্বীকার করা এবং শাহাদাত ছাড়াই এ জামাত উন্নতি করবে তারাও ভুল করে। কখনো মিমাংশা এবং শান্তির দিকে যেতে হবে, কখনো হোসাঈনের রীত অবলম্বন করতে হবে। এর অর্থ হল, শত্রুর সম্মূখে আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও দিতে হবে কিন্তু তার কথা আমরা মানব না। এ উভয় কথার দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যা জামাতের সদস্যরা প্রদর্শন করছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে যুগে যখন তাঁর সাথে কেউ ছিল না বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তোমার জামাত এত উন্নতি করবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের মোকাবেলায় তেমনই হবে যেভাবে আজকের পুরনো যাযাবর জাতির অবস্থা।আমরা প্রতিদিন ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। ইনশা আল্লাহ্, সেই দিন অবশ্যই আসবে যখন এই দৃশ্য চোখে পরবে যে, জামাতে আহমদীয়া এত উন্নতি করবে যে, তখন অন্যান্য জাতির অবস্থা এবং অবস্থান খুবই নগণ্য হবে কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি ও সঞ্চারিত করতে হবে যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এ দৃশ্য আমাদের উপহার দিবেন। যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এসে থাকে সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামাতের সাথে সব সময় এমনটি হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

হুজুর (আইঃ) কয়েক দিন পূর্বে রাবওয়াতে তাহরীক জাদীদের অফিসে এবং জিয়াউল ইসলাম প্রেসে সরকারী পুলিশের বিশেষ প্রতিষ্ঠান যাদেরকে কাউন্টার টেরোরিস্ট অর্থাৎ যে সেল গঠন সন্ত্রাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের নির্মূল করার জন্য গঠন করা হয়েছে। তারা দু'জন মুরব্বী এবং কিছু কর্মীকে আটক করেছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাবওয়া থেকে কিছু মানুষ আমার কাছে পত্র লিখেছেন, যাদের মাঝে মহিলাও রয়েছেন। তারা বলেন, আমরা এ সব কথায় ভয় পাই না। বরং এর ফলে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়েছে। আমাদের ঈমান দৃঢ় আছে এবং সব সময় দৃঢ়তা লাভ করে আর আমরা সকল সমস্যা মোকাবেলা করব এবং ত্যাগ স্বীকার করব। এটি সেই প্রকৃত চেতনা এবং প্রেরণা যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এ সব বিষয় সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ব লেন, তোমাদের এমন কুরবানী দিতে

হবে। খোদার প্রতিশ্রুতি এবং অশেষ সাহায্য সমর্থনের নিদর্শনাবলী আমরা দেখি। নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিজয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেরই। বিরোধিতা হয় এবং হবেও।

আল্লাহতা'লা দেশকে এ সব মৌলভীদের থাবা থেকে রক্ষা করুন যারা প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসী, যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। কোন প্রাণ এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। কুরবানীর যতটুকু সম্পর্ক আছে আহমদীরা কুরবানী দিয়ে থাকে, দিয়ে যাবে। এ সব কুরবানী ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই ফল বহন করবে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, অনুরূপভাবে আলজেরিয়াতেও আহ্মদীদের ওপর অনেক যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে। খোদা তা'লা তাদেরকেও নিরাপদ রাখুন। তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ় চেতা বানান এবং অবিচলতা দান করুন। সেখানকার সরকারকে আল্লাহ্ তা'লা কান্ডজ্ঞান দিন। তারাও যেন আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, এরা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ! এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আমরা করব, ইনশা আল্লাহ্।

এরপর তিনি হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর আত্মীয় স্বজনদের পক্ষ থেকে সংঘটিত বিরোধিতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, তুমি ছাড়া এই বংশের বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হবে। বিরোধিতা হয়েছে, সবকিছু হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, এই বংশধারা তোমার মাধ্যমেই সূচিত হবে। বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হবে। এমনই হয়েছে। এখন এই বংশের কেবল তারাই অবশিষ্ট আছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হয়েছে। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন তখন এই বংশে ৭০এর কাছাকাছি পুরুষ ছিল। কিন্তু এখন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৈহিক বা আধ্যাত্মিক সন্তান তারা ব্যাতীত বাকি ৭০জনের একজনেরও কোন সন্তান নেই। অথচ তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম মিটিয়ে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আর নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? ফলাফল হল, তারা নিজেরাই নিঃচিহ্ন হয়েগেছে, তাদের বংশধারার সমাপ্তি ঘটেছে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক অসাধারণ প্রমাণ। বড় চাচী সাহেবার বয়আতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শন আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলোর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে তাতে এমন অনেক কথা থাকে যা অসাধারণভাবে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে,'তাঈ আঈ'। অর্থাৎ জ্যেঠি এসেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্যেঠি ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় ভাইয়ের স্ত্রী।, শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন তাই এই শব্দগুলোর অর্থ হল, তিনি তখন বয়আত করবেন যখন বয়আতকারীর সাথে তার সম্পর্ক হবে জ্যাঠির। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে যদি বয়আত করার থাকত তাহলে ইলহামের শব্দ হত 'ভাবী এসেছেন'। তিনি মসীহ্ মওউদের ভাবী ছিলেন। যদি খলীফা আউয়ালের হাতে বয়আত করার থাকত তাহলে ইলহাম হত মসীহ্ মওউদের 'বংশের এক মহিলা এসেছেন' কিন্তু জ্যেঠি শব্দ বলছে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র যখন তাঁর খলীফা হবেন তখন তাঁর হাতে তিনি বয়আত করবেন। কেননা, তাঁর সন্তানদের কারো যদি খলীফা নাই বা হওয়ার থাকত তাহলে 'জ্যেঠি' শব্দ বৃথা।

তিনি বলেন, ইলহামে সত্যিকার অর্থে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত আছে। প্রধানত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানদের মাঝে কেউ খলীফা হবেন, দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধেয়া 'জ্যেঠি' তখন আহমদীয়ত গ্রহণ করবেন, তৃতীয়ত 'জ্যেঠি' সাহেবার বয়স সংক্রান্ত ইলহাম এটি। আর এটা এভাবে পূর্ণ তা লাভ করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বয়স যখন প্রায় ৭০ বছর তখন এমন এক ভদ্র মহিলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যিনি তখনই বয়সে তার চেয়ে বড় ছিলেন তথাপি তিনি জীবিত থাকবেন এবং তাঁর বংশ থেকে এক খলীফা হবে, যার হাতে তিনি বয়আত করবেন। এত দীর্ঘ জীবন লাভ করা অনেক বড় কথা। মানবিয় চিন্তাধারা কোন যুবক সম্পর্কেই বলতে পারে না যে, সে এত দিন জীবিত থাকবে তখন বৃদ্ধা সম্পর্কে কিভাবে বলা যাবে? শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্তেকাল করেন। অতএব এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন যেন তার বয়আত করা আর আমার যুগে বয়আত করা আর মসীহ্ মওউদের পুত্রদের মধ্য থেকে কারো খলীফা হওয়া বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এতে অন্তর্নিহিত আছে যা দুই শব্দের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে। 'জ্যেঠি' আহমদীয়ত গ্রহণের পর ওসীয়্যতও করেন আর তিনি বেহেশতি মাকবেরাতে কবরস্ত হন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিল্লি সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, মানুষ

যখন আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে সে কখনও ঐশী কার্যক্রম সম্পর্কে এ চিন্তা করে না যে, এর কী ফলাফল প্রকাশ পাবে না। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও নিশ্চিতবিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছেন আমি তখন ছোট ছিলাম। [দিল্লির জামাতকে সম্বোধন করে বক্তৃতা করছেন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)] তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছেন আমি তখন ছোট ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানকার ওলী উল্লাহদের মাজারে যান আর দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করেন আর বলেন, আমার দোয়া করার করণ হল, এসব বুযূর্গের আত্মা যেন উদ্বেলিত হয়, কোথাও এমন যেন না হয় যে, তাদের সন্তান-সন্ততি সেই নূর থেকে বঞ্চিত থাকবে যা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, নি:সন্দেহে একদিন এমন অবশ্যই আসবে যখন আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয়কে খুলে দেবেন। তারা সত্য গ্রহণ করবে।

মাশাআআল্লাহ্! প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে তবলীগে অনেক গতি সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও রয়েছে তাই তাদের মাঝেও এই বাণী প্রচারের অসাধারণ আবশ্যকতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দোয়া, এদিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন।

হযরত মুসলেহ্ মওউ দ (রা.) আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি স্বপ্নে দেখেন, একটি দীর্ঘ ড্রেইন খোদাই করা আছে এবং তাতে বেশ কিছু ভেড়া শোয়ানো হয়েছে, প্রতিটি ভেড়ার সামনে এক কশাই ছুরি নিয়ে জবাই-এর জন্য প্রস্তুত আর তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে যেন তারা কোন নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, আমি তখন সেখানে পায়চারি করছিলাম, তাদের কাছে আমি গিয়ে বলি 'কুল মা ইয়াবাউবেকুম রাব্বি লাউ লা দোয়ায়ু কুম' তখনই তারা ছুরি চালায়। সেই ভেড়াগুলো যখন ছটফট করছিল তখন যারা ছুরি চালিয়েছিল তারা বলে, তোমরা মল ভক্ষণকারী ভেড়া ছাড়া আর কিছুই তো নও।

হযতর মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দিনগুলোতে সত্তর হাজার মানুষ কলেরায় প্রাণ হারায়। অতএব, কেউ যদি কর্ণপাত না করে আল্লাহ্ তা'লা তার ভ্রুক্ষেপ করে না, আল্লাহ্‌র কাজ ব্যহত হতে পারে না, তা অবশ্যই সফলতার দার প্রান্তে পৌঁছবে।

তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনশত বছর পর খ্রিষ্টধর্ম উন্নতি করে কিন্তু আমাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতীর যুগের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্। পাকিস্তানী মৌলবী হোক বা কোন ধর্মীয় নেতা অথবা কোন জাগতিক শক্তি খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই, তারা ভেড়ার পালের মত মানুষ। এরা কখনও আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না। কাজেই আহমদীয়তের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কেবল আমাদের মুবাল্লেগদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। উন্নতির অংশ হতে চাইলে আহমদীয়াতের প্রচার করুন। আর অবশ্যই আমাদেরকে এর অংশ হতে হবে। অতএব, আমাদের উচিত দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া। আধ্যাত্মিকতার উন্নতি আবশ্যক। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা আবশ্যক, এ বিষয়গুলোই আহমদীয়তের বিরোধিতার সমাপ্তির কারণ হবে আর আহমদীয়তের উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদেরও অবদান থাকবে ইনশা আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

এর পর হুজুর (আইঃ) নামাযের পর এক ভাই-এর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর কথা ঘোষণা করেন । এটি জনাব সুফনি জাফর আহমদ সাহেবের জানাযা, ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লেগ। গত ৮ই নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। হুজুর (আইঃ) মরহুমের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 9th Dec, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B